দৈনিক সমকাল

তারিখ 17 AUG 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

04

কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গিলছে লাখ লাখ টাকার অনুদান

॥ আলতাফ মাহমুদ ॥

ব্যবসায়িক কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা অনুদান হিসেবে সরকার থেকে নেয়া হচ্ছে। এসব অস্তিত্বহীন ভুয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে একশ্রেণীর লোক সরকারের কাছ থেকে অনুদান নিচ্ছেন এক দিকে, অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করার চেষ্টায় লিপ্ত।

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, অস্তিত্বহীন, ভুয়া ও কাগুজে স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রতিবছর সরকারের কোটি কোটি টাকা যাচ্ছে শিক্ষা খাত থেকে। শিক্ষা প্রশাসনের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ যোগসাজশে এ ঘটনা ঘটছে বছরের পর বছর। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা নেয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ ব্যর্থ হবার পর গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম নেয়া হয় দেশব্যাপী। এ প্রোগ্রামের অধীনে

২-এর পাতায় দেখুন

লাখ লাখ টাকার অনুদান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি উপজেলায় মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালিত পরিদর্শন প্রতিবেদন যা পাওয়া গেছে তা দুর্ভাগ্যজনক। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় গত বছরের মাঝামাঝি পরিচালিত পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, উপজেলায় স্কুল ও মাদ্রাসার অধিকাংশেই ভুয়া। এখানে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাগুজে, ভুয়া ও নামসর্বস্ব হওয়ায় পরিদর্শক টিম অবিলম্বে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এ করুণ চেহারা সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তাও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এ ধারা দীর্ঘদিনের। রাতারাতি একটা প্রতিষ্ঠান গজাতে যেসব পাবে না, তার পক্ষে সরকারী অনুদানও পাওয়া সম্ভব নয়। একটা প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছাকাছি এসে স্বীকৃতি এবং সরকারী অনুদান নিয়েছে। তবে স্বীকৃতি ও অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা ভুয়া ও কাগুজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং এর সাথে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তারা সকলেই সমান দোষী। এ অবস্থা দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে মৌলিক কোন অবদান রাখতে পারবে না বলেও তিনি মন্তব্য করে।

প্রতিবেদনে ভুয়া ও অনুদান পাওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে এ সব স্কুল ও মাদ্রাসা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের অভিযোগমূলক মন্তব্য করা হয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতেরও অভিযোগ আনা হয়। যে ভাষায় প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় তাহলোঃ আরুয়া সোনারগাঁও হাসানিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা নামসর্বস্ব কাগুজে প্রতিষ্ঠান, যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজনীয় গৃহ, আসবাবপত্র, ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষার পরিবেশ নেই। ভুয়া শিক্ষকের নামে অনুদান গ্রহণ ও আত্মসাৎ করা হয়েছে। অতীতেও কাম্য ছাত্রী সংখ্যা ছিল না, বর্তমানে নেই এবং একই ইউনিয়নে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক প্রতিষ্ঠান থাকায় ছাত্রী সংখ্যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। অথচ প্রতিষ্ঠানটি অনুদানপ্রাপ্ত।

পালট নিম্ন মাধ্যমিক নৈশ বিদ্যালয়- অস্তিত্বহীন ভুয়া প্রতিষ্ঠান। নিজ গৃহ, জমি, আসবাবপত্র, ছাত্র ইত্যাদি নেই। একই ইউনিয়নে ৪টি নৈশ বিদ্যালয়, যা নামসর্বস্ব এবং পরিদর্শন কাজে অসহযোগিতা। এম এস আলম নিম্ন মাধ্যমিক নৈশ বিদ্যালয়- নামসর্বস্ব ভুয়া প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব জমি, গৃহ, আসবাবপত্র ও ছাত্র নেই। ভুয়া ছাত্র প্রদর্শন করা হয়। ভুয়া শিক্ষক ও কর্মচারীদের নামে অনুদান গ্রহণ ও আত্মসাৎ করা হয়েছে। উত্তমপুর নৈশ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়- নামসর্বস্ব, ভুয়া প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। কথিত আবদুল মালেক কমপ্লেক্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান। গৃহ, জমি, আসবাবপত্র, কাম্য ছাত্র সংখ্যা নেই। ভুয়া শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনুদান গ্রহণ ও আত্মসাৎ। পশ্চিম বাড়ালালী হাফেজ উদ্দিন নৈশ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়- আসবাবপত্র ও কাম্য ছাত্র নেই। স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু সরকারী অনুদান লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত। অথচ প্রতিষ্ঠানটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ওলামাগঞ্জ (আদাখোলা) দাখিল মাদ্রাসা- নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত। ভুয়া শিক্ষকের নামে অনুদান গ্রহণ ও আত্মসাৎ। স্থানীয় প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সরকারী অনুদান লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত। লেবুবুনিয়া দারুছুন্নাত হাসানিয়া দাখিল মাদ্রাসা- নামসর্বস্ব ভুয়া প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা নেই। ভুয়া শিক্ষকের নামে অনুদান গ্রহণ ও আত্মসাৎ। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ও সরকারী অনুদান লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিবেদনে ভুয়া ও অনুদান পাওয়ার অযোগ্য ঘোষিত বাকী প্রতিষ্ঠানগুলোও একই অভিযোগে অভিযুক্ত। তবে এর অধিকাংশ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সোনারগাঁও (আরুয়া) হাসানিয়া দাখিল মাদ্রাসা, দক্ষিণ আংগারিয়া দারুলহুদা দাখিল মাদ্রাসা, ভাতকাঠি আদাখোলা এ এস এইচ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আনোয়ারা খাতুন নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, চুনপুরী নৈশ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নিযামিয়া টি, জেড আবেদীন নিম্ন মাধ্যমিক নৈশ বিদ্যালয়, আংগারিয়া পঞ্চগ্রাম সম্মিলনী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঘারবাকপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আদাখোলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুটিয়াখালী কবিমুন্নেছা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মোকসেদ আলী মেমোরিয়াল নৈশ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেগম আবদুল আজিজ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, দক্ষিণ রাজাপুর মুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পূর্ব আংগারিয়া এতিমখানা সংলগ্ন, পশ্চিম চাড়াখালী আজিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা, বড় গালুয়া দারুচ্ছুন্নাৎ আজিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চুনপুরী আবদুল মজিদ দাখেলী মাদ্রাসা, পালট মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, জালালশাহী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, উত্তমপুর ফুলবানু হাতেম আলী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, বাদশাহ আবদুল আজিজ মহাবিদ্যালয়, আলহাজ্ব মনসুর আলী দাখিল মাদ্রাসা, হাজেরা আহম্মদিয়া দাখিল বালিকা মাদ্রাসা, উত্তর-পশ্চিম লেবুবুনিয়া হাফেজিয়া তোফায়েলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পালুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ইসহাকাবাদ হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পূর্ব কানুদাসকাঠি দাখিল মাদ্রাসা, উত্তমপুর আবদুল মালেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মধ্য ফুলজান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পালট নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বড়ইয়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ বড়ইয়া মাহিমা খাতুন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হাজী তাহের উদ্দিন মেমোরিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।